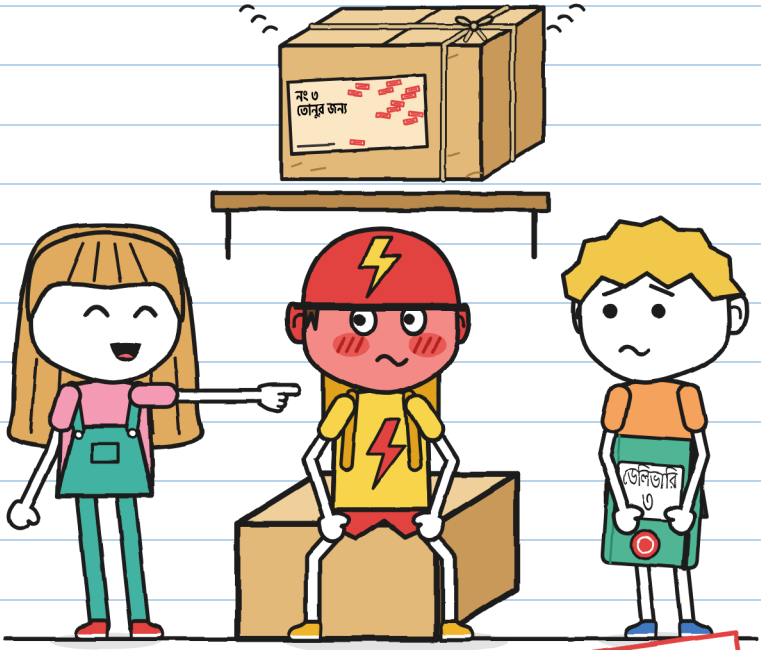
অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

ফেরত পাঠান, প্লিজ

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ M
মাঝারি স্তর · ৯+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩
ফেরত পাঠান, প্লিজ

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ M · মাঝারি স্তর · ৯+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

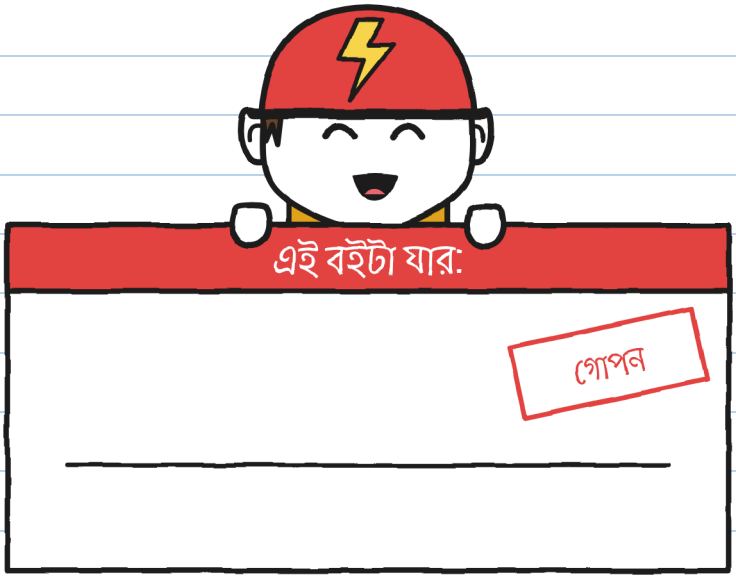
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের তৃতীয় বই। আগের দুটো: "এই পার্সেলটা কামড়ায়" আর "মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় কোনো ডেলিভারি-কর্মী চোট পায়নি। লাল হয়েছে, হ্যাঁ। -হু.



আর আগে আমি পড়ব। -হু.

যদি এটা পাও, ফিরিয়ে দিয়ো। প্লিজ।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের সাইকেলের বেলায় ৭৬ পাতাই শেষ কথা। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। কেউ চায়নি এমন সব জিনিস আঁকে। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে। কীভাবে সাহায্য করতে হয়, সবসময় জানে। সমস্যাটা সেখানেই।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। ভাগে ভাগে লাল হয়।



মারা। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



জোয়ি। বিজলির। সবচেয়ে দ্রুত। ডাকনাম দেয়।



ব্রুনো। বিজলির। একবার পাংচার হয়েছিল। দু-বছর আগে।



৩ নম্বর পার্সেল। নাড়ালে বাজে। লেবেলে শুধু একটা নাম লেখা।

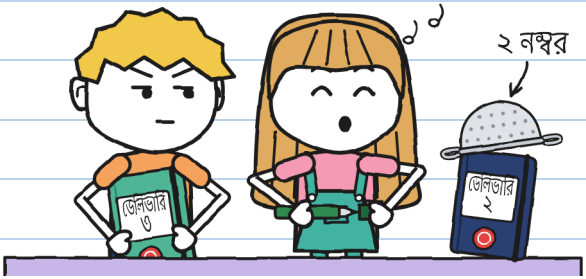


র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ৩
গুনির

গোপন।

“গোপন ”মানে আগে আমি পড়ব। আর কাউকে বলব না। -হু.



আমার ২ নম্বর খাতা একটাই ঝড়ে শেষ। এটা সবুজ, এতেও দোকানের সিলমোহর আছে। প্রথম ব্যবহার করার কথা ছিল আমার। করল হুলিতা।

সাহায্য করতে আগে ব্যবহার করে দিলাম। ধন্যবাদ লাগবে না। -হু.

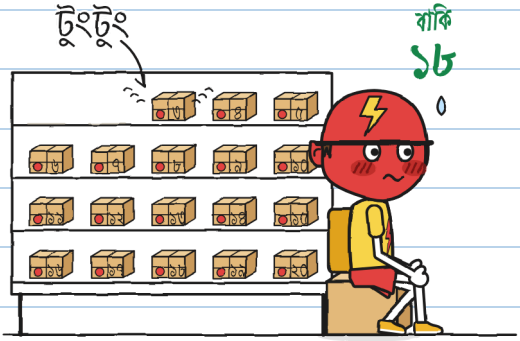
আমি ওকে সাহায্য করতে বলিনি। হুলিতার বেলায় তাতে কিছু আসে-যায় না।

অধ্যায় ১

টুংটুং

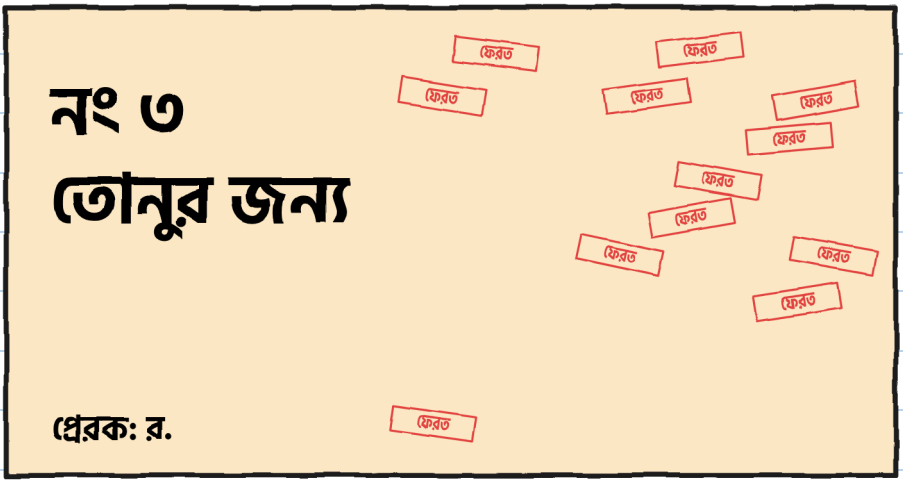
মারার দোকানে এমন কিছু পার্সেল আছে, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। সেগুলো একটা তাকে রাখা। ছিল কুড়িটা। হুলিতা আর আমি দুটো পৌঁছে দিয়েছি: একটা ড্রাগনের ডিম আর কিছু ছুটে বেড়ানো বীজ। বাকি আঠারোটা।

ঝড়ের রাতে, আমরা তখন বাড়ি যাচ্ছিলাম, একটা পার্সেল
বেজে উঠল।
টুংটুং।



সেটা ছিল ৩ নম্বর। আর তোনিও, যে বিজলির হয়ে দশ মিনিটে নইলে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেয়, হেলমেটের রঙে রাঙা হয়ে উঠল।

সই না থাকলে ফেরত পার্সেল ভোর হলে উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়। শুধু যে পার্সেলটা নেয়, তার সই চলে। লেবেলে, এমন কালিতে যা মোছে না। প্রেরক হলো র.: যে ওগুলো পাঠায়।



হুলিতা লেবেলটা পড়তে শুরু করল:
"তো..."
আর মুখ বন্ধ করে ফেলল। হুলিতা কখনও কথার মাঝখানে থামে না। আমি তোনিওর দিকে তাকালাম: ও লাল হয়ে উঠছিল।

অর্ধেক পড়লাম। বাকি অর্ধেক গিলে ফেললাম। -হু.

কেউ কেউ হঠাৎ পুরো লাল হয়ে যায়। তোনিও না: তোনিও লাল হয় ভাগে ভাগে। আমি টুকে রেখেছি।

তোনিওর লাল-মিটার



"ওই পার্সেলটা অপেক্ষা করতে পারে," তোনিও খুব তাড়াতাড়ি বলল। "ও তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে, তাই না? আরও একদিন করুক। কিংবা দশদিন। বিজলির কোনো তাড়া নেই।"
বিজলির কারও মুখে এমন কথা আমি এই প্রথম শুনলাম।

সেই রাতে: ৪। আমি লালে লিখতাম। আমার কাছে শুধু সবুজ। -হু.

"আজ রাতে কিছু খোলা হবে না," মারা বললেন। "আর অনুমতি ছাড়া তাকে হাত দেওয়া চলবে না।"
কেউ হাত দিল না। টুংটুং আবার বেজে উঠল।
টুংটুং।
"ওটা দরজা!" হুলিতা বলল।

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই।

টুংটুংয়ের সন্দেহভাজন



দরজা | তোনিওর সাইকেল | রবারের ব্যাঙ | নং ৩

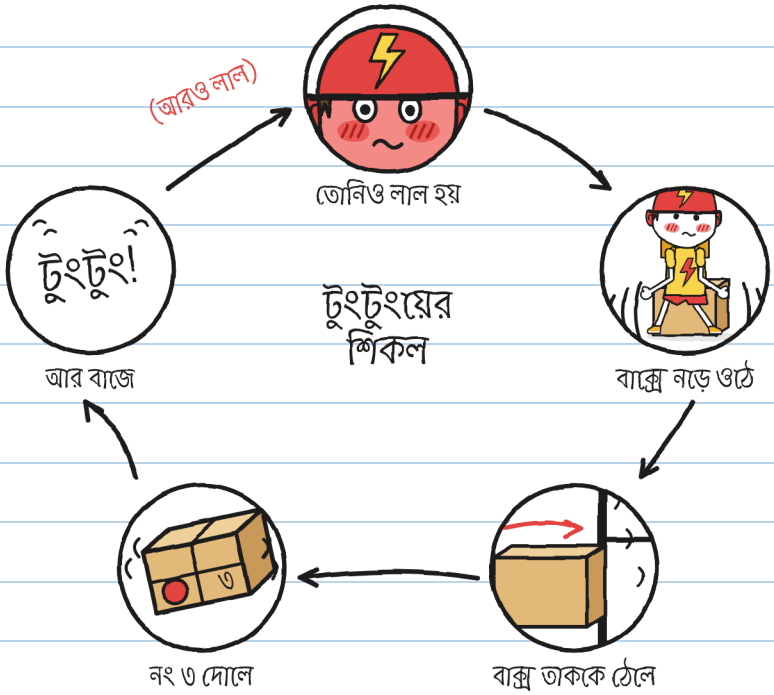
ব্যাঙটা নির্দোষ। আমি ওকে চিনি। -হু.

আওয়াজগুলো পরীক্ষা করতে ফুটপাতে গেলাম। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।
দরজা খুললাম আর বন্ধ করলাম: ক্যাঁ-আ-আ-চ। তোনিওর সাইকেলের বেল বাজালাম: ক্রিং! ব্যাঙটা টিপলাম: পিঁক।



ভেতরে হুলিতা আঙুল নেড়ে "না" বলছিল। কোনোটার আওয়াজই এমন নয়।
আমি ঢুকলাম। তোনিও তার বাক্সে বসে নড়ে উঠল।
টুংটুং।

আমি নিচু হলাম। তোনিওর বাক্স্র টা তাকের পায়ার গায়ে ঠেকে ছিল।



ওটা জাদু নয়। ওটা তোনিও।
পার্সেলটা নাড়ালে ৩ নম্বরের ভেতরে কিছু একটা বাজে।

আমার মতো। -হু.

তোনিও ঠিক করল, একদম স্থির বসে থাকবে। সেটা টিকল এইটুকু:

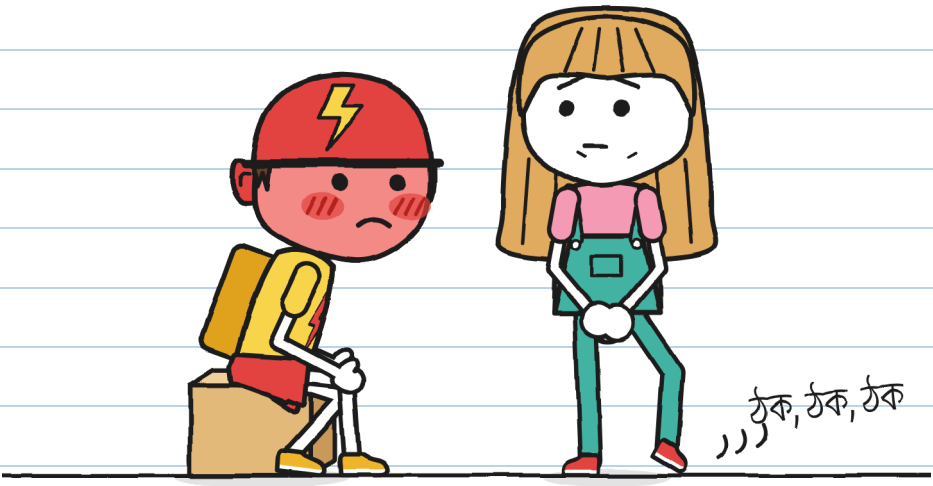


শুধু একটা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন তাক ঠেলে না। -হু.

এটা কিন্তু ঠেলে।

"ওটা আমি ছিলাম," তোনিও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে বলল। "ছোটবেলায়।"
এত আস্তে বলল যে ব্যাঙটা আমার চেয়ে ভালো শুনল।

হুলিতা মুখ খুলল। ওর অনেক প্রশ্ন ছিল। তোনিও তখনও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে ছিল। হুলিতা তাকে দেখে মুখ বন্ধ করল।



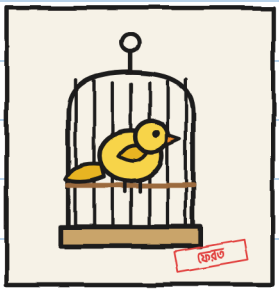
"আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না," হুলিতা বলল।
ওর পক্ষে কঠিন ছিল। পায়ের নড়াচড়ায় সেটা বোঝা গেল।

যে প্রশ্নগুলো করিনি: নয়টা। লিখে রেখেছি। -হু.

"তাহলে ওটা কখনও পৌঁছে দেননি কেন?" আমি মারাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"বারোবার নিয়ে গেছি। লেবেলটা দেখো: না রাস্তা, না বাড়ির নম্বর, না পদবি। যত তোনু পেয়েছি, সবার কাছে চেষ্টা করেছি।"

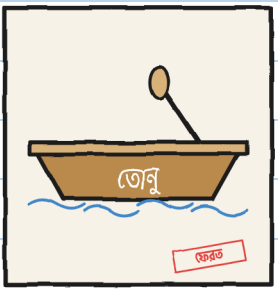
মারার তোনুরা



১. একটা ক্যানারি।
(লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল। চলবে না।)



২. দন আন্তোনিও, ৭১ বছর।
("আমার তো ইচ্ছেই আছে।")



৩. খালের একটা নৌকা।
(ওর হাত নেই।)

"আর তোনিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"শেষবার যখন ওটা পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছিলাম, তখনও তোনিওকে চিনতাম না," মারা বললেন, আর তার দিকে তাকালেন। "আর ছোটবেলায় ওকে কী নামে ডাকা হতো, সেটা কেউ আমাকে বলেনি।"

মারা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা বেগুনি কাপড় বের করলেন। ৩ নম্বরটা ঢেকে দিলেন, যেমন ঘুমোনোর সময় টিয়ার খাঁচা ঢাকা হয়। তারপর তোনিওর বাক্সটা তাক থেকে দুই বিঘত সরিয়ে দিলেন।
"এই তো। এবার যত খুশি নড়তে পারো।"



তোনিও চলে যেতে পারত। সাইকেল দরজার কাছেই ছিল। দশ মিনিটে পাড়ার অন্য মাথায় পৌঁছে যেত।
সে আবার বসে পড়ল।
কেন, জানি না। তবু লিখে রাখছি। ওর বাক্সে পিঠের ঠেস নেই, তাই আমি একটা এঁকে দিয়েছি।

কেউ তোমার কাছে পিঠের ঠেস চায়নি। -হু.

দোকান বন্ধ করার সময় তোনিও সবার শেষে থেকে গেল, হেলমেটের ফিতে আঁটছিল।

"মারা। কাল আমি ওই নিয়ে কথা বলতে আসব। কিন্তু একান্তে।"

"এই দুজন দোকানেরই লোক।"

তোনিও আমাদের দিকে তাকাল।

"এদের ঠিক আছে। কিন্তু বিজলির কেউ নয়।"



টুংটুংয়ের মালিক এখন ছিল: তোনিও। জানা বাকি, সে পার্সেলটা চায় কি না।

ওকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, আমি জানি। -হু.

আমার ভয়টা সেটাই।

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ আছে ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
মারা আর তোনিও হাসে। লাল সাইকেলটা দেখছ?

সাইজ XS · A1
মারা প্রায় হেসে ফেললেন। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ S · A2
মারা একটা আওয়াজ করলেন, প্রায় হাসির মতো। তোনিওও হাসল। শনিবার থেকে ওকে হাসতে দেখিনি।

সাইজ M · B1
মারা একটা আওয়াজ করলেন। হাসির মতো শোনাল। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ L · B2
মারা এমন একটা আওয়াজ করলেন, যা অন্য কারও মুখে হলে হাসি হতো। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যার যার সাইজে। টুংটাং একই। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো